বাংলাদেশ দূতাবাস
বেইজিং

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বেইজিং-এ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বেইজিং-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি কর্তৃক দূতাবাস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে সকালে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দূতাবাসের অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়।

মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যার আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে মহান ভাষা আন্দোলনে প্রাণোৎসর্গকারী সকল শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন যিনি ভাষা আন্দোলনসহ বাংলাদেশের সকল স্বাধিকার আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষনা করার পর মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এখন আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিকভাবে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

বাংলাদেশের সাথে চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দুই দেশের জনগণ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উপর রাষ্ট্রদূত গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নতুন প্রজন্মের চীনা শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষা শেখার যে আগ্রহ সেটাকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের অমর একুশের চেতনা আজ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণার উৎস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণ সদস্যদের তিনি ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানার ও ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আহবান জানান।

রাষ্ট্রদূত জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে তার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ভিশন-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর কথা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়তে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। আলোচনা অনুষ্ঠানে চায়না মিডিয়া গ্রুপের বাংলা বিভাগের পরিচালক মিজ্ ইয়ু গুয়াংইউয়ে এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য অমর একুশে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ইকোনমিক কাউন্সেলর জনাব মোহাম্মদ মমিনুল হক ভূঁইয়া ও প্রথম সচিব, মিজ পারুল দেওয়ান-এর সঞ্চালনায় দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী, চায়না মিডিয়া গ্রুপের সদস্য, চীনা শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে একটি কুইজ প্রতিযোগিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত চীনা অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্য ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

EMBASSY OF BANGLADESH
Beijing
বেইজিং
বাংলাদেশ দূতাবাস

***